দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৫

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

ভর্তি মাত্রই এখন এদেশে এক বড় সমস্যা। শিক্ষার্থী আর অভিভাবক সকলেই এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তাকাতর। শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সকল পর্যায়েই একই অবস্থা বিরাজ করছে। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে বিশেষ শিক্ষা, এবং বিশেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সমস্যা।

পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ বাধ্যতামূলক করার ফলে কিছুসংখ্যক যোগ্যতর প্রার্থী বাদ পড়বেন। যোগ্যতর এ অর্থে যে একটি দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থী দুটি পরীক্ষায় মোট নম্বর অনেক দুটি প্রথম বিভাগ পাওয়া শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি। অপর একটি চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, শিক্ষা জীবনে বিরতি থাকলে প্রার্থীর মোট নম্বর থেকে আড়াই শতাংশ বাদ দেয়া হচ্ছে। যা অনুরূপ প্রার্থীদের ভর্তি সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করে তোলে।

এই দুটি নীতিকেই নিবৃত্তিমূলক বলা চলে। মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা প্রার্থীর সার্বিক প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল। যাচাইয়ের জন্যে সর্বশেষ পরীক্ষার ফল বিবেচনায় নেয়া যায়। দু বছর আগের পরীক্ষাও কি প্রস্তুতির জন্যে সমান গুরুত্বপূর্ণ? একইভাবে শিক্ষাজীবনে সাময়িক বিরতি যুক্তিসংগত কারণেই ঘটতে পারে। এ বিরতি যদি অন্যভাবে যোগ্যতার অন্তরায় না হয় (বয়স, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি) তবে প্রার্থীর নম্বর কমিয়ে কি ফল পাওয়া সম্ভব?

সুযোগ সীমাবদ্ধ। অতএব অযোগ্য প্রমাণের একটা গরজ থাকছেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই গরজের চাপে একজন, একজন না বলে শতশত বলাই সঙ্গত, তরুণ শিক্ষার্থীর জীবন স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে—এও কোনো কাজের কথা হতে পারে না। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারটা তার পূর্ণ পদ্ধতিসহ তাই পুনর্বিবেচিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে এতো কড়াকড়ির পর বছর শেষে যখন দেখা যায় প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজেই কিছু আসন ফাঁকা পড়ে আছে, তখন এই নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।